



82392 - নারীর জন্য মাহরাম ছাড়া জ্ঞান অর্জনরে উদ্দেশে সফর করা

প্রশ্ন

ইসলামে জ্ঞান অর্জনরে উদ্দেশে কোন নারীর মাহরাম ছাড়া সফর করার বধিান কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

সহি ও সুস্পষ্ট দলীলরে মাধ্যমে প্রমাণতি হয়ছে যে নারীর জন্য মাহরাম (যার সাথে ববিহ নষিদিধ) ছাড়া সফর করা বধৈ নয়। এটি শরীয়তরে পূর্ণতা, মাহাত্ম্য, শরয়িত কর্তৃক ইজ্জতরে সুরক্ষা দয়ো, নারীকে সম্মান দয়ো, নারীর প্রতি গুরুত্বারোপ করা, নারীকে সুরক্ষতি রাখা এবং ফতিনা ও স্থলনরে পথগুলো থেকে আগলে রাখার জন্য শরীয়তরে সচতেনতার অন্তর্ভুক্ত; হোক সেই ফতিনা নারীর পক্ষ থেকে কথিবা অন্যদরে পক্ষ থেকে।

এই দলীলসমূহরে একটি হিল বুখারী (১৭২৯) ও মুসলমি (২৩৯১) ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর সূত্রে বর্ণতি হাদিস তনি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “কোন নারী মাহরাম ব্যক্তির সঙ্গে ছাড়া সফর করবে না। মাহরাম সাথে নহৈ এমন অবস্থায় কোনো পুরুষ তার কাছে প্রবশে করতে পারবে না।” এ সময় এক ব্যক্তি বলল: “হৈ আল্লাহর রাসূল! আমি অমুক সনোদলরে সাথে জহিাদ করার জন্য যতে চাচ্ছি। কনিতু আমার স্ত্রী হজ্জ করতে যতে চাচ্ছি।” তনি বললনে: “তুমি তার সাথেই যাত্রা করো।”

এই হাদীসরে উপর ভিত্তি করে বলা যায়, একজন নারীর জন্য মাহরাম ছাড়া জ্ঞান অর্জনরে উদ্দেশে সফর করার বধৈতা নহৈ। নারীর জন্য যে ইলম অর্জন করা ওয়াজবি সটো অর্জনও তার কর্তব্য সুলভ অনকে পন্থা অবলম্বন করা। যমেন: ক্যাসটে শনো, আলমেদেরকে ফনোনে প্রশ্ন করা প্রভৃতি আরো যে সকল পন্থা আল্লাহ তায়ালা বর্তমান সময়ে সহজ করে দয়িছেন।

স্থায়ী কমটিকি জিজ্ঞাসা করা হয়ছিলি: নারীর ডাক্তারি বিদ্যা শখো ওয়াজবি হোক কথিবা বধৈ হোক, সটো শখোর জন্য তার ঘর থেকে বরে হওয়া যাবে কনি, যদি এ বিদ্যা অর্জন করতে গয়ি সে যতই চেষ্টা করুক না কনে নমিনোকত বিষয়গুলো এড়াতে পারবে না:



ক- পুরুষদরে সাথে মলোমশো: রোগী ও চিকিৎসা বিদ্যার শিক্ষক সাথে কথাবার্তা বলা এবং গণবিহনে পুরুষদরে সাথে মশো।

খ- এক দেশে থেকে অন্য দেশে ভ্রমণ করা। উদাহরণস্বরূপ সুদান থেকে মশিরে উদ্দেশে ভ্রমণ করা, যদিও তা বমিনরে মাধ্যমে কয়কে ঘণ্টার জন্য হয়; তনি দিনরে জন্য না হয়।

গ- চিকিৎসা বিদ্যা শখোর জন্য মাহরাম ছাড়া একাকী অবস্থান করা; যদিও সবে অনকে নারীর সাথে অবস্থান করে; তবে পূর্ববোক্ত পরস্থিতিগুলোর সাথে থাকে।

স্থায়ী কমটি উত্তর দিয়ে:

“এক: যদি সবে নারী ডাক্তারি বিদ্যা পড়ার জন্য বরে হলে শিক্ষাক্ষতেরে কথিবা গণ পরবিহনে চড়ার সময় পুরুষদরে সাথে এমন মলোমশো হয় যার ফলে ফতিনা হয়; তাহলে তার জন্য ডাক্তারি পড়া বধৈ নয়। কারণ তার জন্য নিজরে ইজ্জত রক্ষা করা ফরযে আইন; আর ডাক্তারি বিদ্যা শখো ফরযে কফিয়া। ফরযে আইন ফরযে কফোয়ার উপর প্রাধান্য পাবে। অসুস্থ ব্যক্তি কথিবা ডাক্তারি বিদ্যার শিক্ষকেরে সাথে নছিক কথা বলা হারাম নয়। বরং হারাম হল যার সাথেই কথা বলা হোক, কমেমল ও নরমভাবে কথা বলা। যার কারণে যার অন্তরে পাপাচার বা নফেকীর রোগ আছে, সবে তার প্রতি আকৃষ্ট হবে। এটা ডাক্তারি বিদ্যা শখোর সাথে বশিষ্টি নয়।

দুই:

যদি তার ডাক্তারি বিদ্যা শখো, শখোনো এবং অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসা প্রদানেরে নমিত্ত সফরে তার সাথে মাহরাম থাকে তাহলে সেটা বধৈ হবে। আর যদি তার সাথে উক্ত সফরে স্বামী বা মাহরাম কটে না থাকে, তাহলে সেটা হারাম; এমনকি যদি বমিনরে সফর করা হয়। তবুও কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “নারী মাহরাম ব্যক্তির সঙ্গে ছাড়া সফর করবে না।” হাদীসটির বশিদ্ধতার ব্যাপারে সবাই একমত। এছাড়া ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ডাক্তারি শখো বা শখোনোর উপর ইজ্জত রক্ষার কল্যাণ প্রাধান্য পাবে। ... শেষে পরযন্ত।

তনি:

যদি ডাক্তারি বিদ্যা শখো বা শখোনো কথিবা নারীদের চিকিৎসা করার জন্য সবে একদল বশ্বিস্ত মহলিার সাথে অবস্থান করে, তাহলে সেটা বধৈ হবে। আর যদি প্রবাসে তার সাথে স্বামী বা মাহরাম ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে ফতিনার আশঙ্কা থাকে, তাহলে বধৈ হবে না। যদি তাকে পুরুষদরে চিকিৎসা দিতে হয়, তাহলে জায়যে হবে না; শুধু জরুরী অবস্থাতে বধৈ হবে, তবে শরত হলো একাকী হওয়া যাবে না।” [‘ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়মোহ’ (১২/১৭৮)]

আল্লাহ সর্বজ্ঞঃ।